আশে পাশে শমী

রাতের আকাশে বিশাল তারকামেলা সত্যিই সুন্দর। বিস্তৃত । সমাহারের এ অনন্য আয়োজন যেন দূর করে রাতের কৃষ্ণতাকে, তারকা সম্ভার কৃষ্ণ না হলেও এর বিস্তৃতি কখনওই ছিল না দিগন্তজোড়া। আবার অনেক তারকার মধ্যে দেখা গেছে অসঙ্গতি । উল্কা পিন্ডের মতো দপ করে জলে উঠে পরক্ষনেই নিভে গিয়ে হারিয়ে গেছেন তারা মহাকাশে। আমাদের শমী কায়সারের আগমনটাও ছিল কিন্তু অনেকটা উল্কাপিন্ডের মতোই। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের নাটক জগতে তাঁর আগমন। তবে উল্কার মতো শুরুটা হলেও অন্য সবার মতো নিভে যায়নি তিনি মোটেও। বরং আরও দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে নেমে এসেছেন মাটিতে জ্বালিয়ে দিয়েছেন আগুন, ছারখার করেছেন চারিদিক। তাঁর এই আলো আবায় রঙিন হয়েছে দেশের নাট্যাঙ্গন, পেয়েছে নতুন রূপ।

শহিদুল্লাহ কায়সার ও পান্না কায়সার, তনয়া শমী ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন ভীষণ অন্যরকম। নাচ গানের সাথে তাঁর যোগাযোগ। তবে ছবি আঁকাতেই ঝোঁকটা ছিল একটু বেশী। হৃদপিন্ডে সমস্যার কারণে ছোটবেলাই যেতে হয়েছে মস্কোতে। সেখানে তিনি ভালোবেসেছেন তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার শিশুদের জীবন বৈষম্য। খুঁজে পেয়েছেন নিজ দেশের সাথে। নাচের জগতে তালিম নিয়েছেন শমী লায়লা হাসানের কাছে। বাফায়ও ছিলেন। সাতাঁর আর জিমন্যাস্টিকস বাদ পড়েনি তাঁর আওতা থেকে। সবকিছুই যেন ছুঁয়ে গেছেন তিনি, রাঙিয়েছেন নিজ ভূবন।

হঠাৎ করেই একদিন নাটক করার প্রস্তাব পেলেন শমী স্বয়ং আতিকুল হক চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রথম প্রথম মায়ের অমত থাকলেও পরর্বতীতে তাঁর কাছে থেকেই পেয়েছেন উৎসাহ- উদ্দিপনা। '৮৯ এর ১৯ শে মে তে 'কেবা আপন কেবা পর' দিয়ে সেই যে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁর নাট্য জীবনের, এখন প্রায় এক যুগ শেষ হতে চলল - সে যাত্রারতো কোন বিরতীই হলনা বরং বেগবান হল অধিক, মাত্রা পেল ভিন্ন। পাশ্ববর্তী দেশ সহ অন্যান্য দেশেও কাজ করেছেন তিনি। পদচারনা করেছেন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে মক্কা- মদীনা পর্যন্ত।

'স্বপ্ন' টেলিফিল্ম কাজ করার সূত্রে রিংগোর সাথে শমীর পরিণয় এবং পরবর্তীতে '৯৯ এর ৩১ মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, নিন্দুকেরা সে ঝড়কে জিইয়ে রেখে নিজেদের আখের গোছাতে সক্ষম হয়নি। বরং নতুন এ জুটি দেশ ও জাতিকে নতুন এবং ভিন্ন কিছু উপহার দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর ও সচেষ্ট। সেই সুবাদেই এখন রেজওয়ান রশীদ

রিংগোর প্রোডাকশন হাউস 'বায়োস্কপ' এর সাথে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে শমীর নিজস্ব হাউস 'ধানসিঁড়িকে'।

ঘর সংসার করা ছাড়াও রান্না, গান, গল্পের বই, পোষা কুকুর, নিন্‌জার সাথে খেলা করা সেই সাথে সুটিং তো চলছেই। এভাবেই কাটছে শমীর জীবন। দৃঢ় হচ্ছে ভিত্তি নিজ কর্মক্ষেত্রে। সময়ের সাথে দর্শকের রুচির পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছেন শমীও। এজন্যেই তিনি টিকে আছে দর্শকের মনে, ধরে রাখবেন দর্শকদের তাঁরই প্রতি। শমীর সার্বিক সাফল্যই আমাদের কাম্য।

মুখোমুখি

নাটক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিষয়ক কিছু সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে ওয়েব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শমী কায়সারের মুখোমুখি হলে তিনি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন।

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক অঙ্গণের সাথে জড়িত হলেন কিভাবে?

উত্তর : ছোট বেলায় খেলাঘর করতাম। গান, নাচ, আবৃত্তি করতাম, ছবি আঁকতাম। মূলত ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহটাই ছিল বেশি। একসাথে আঁকা আঁকিতে ইন্ডিয়ার শংকর পুরস্কার পেলাম। এছাড়া বাসায় ওস্তাদ রেখে গান শিখতাম। হলিক্রসে পড়ার সময় ডিবেট করতাম। চ্যাম্পিয়ন ও হয়েছিলাম একবার। এরপর এক সময় উদীচি শিল্প গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হই। সেটা ছিল '৮৯ এর প্রথম দিকে। সে সময় আমার মা উদীচির সভানেত্রী ছিলেন। এভাবেই আমার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশ।

- টিভি নাটকে এলেন কিভাবে?
- নাটকের কোন চিন্তাই আমার ছিল না। বলা যায় হঠাৎ করেই আসা। '৮৯ সালে একটি অনুষ্ঠানে বেড়াতে গেলে আতিকুল হক চৌধুরীর সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে তাঁর নাটকে অভিনয় করার অফার দেন। আমি একটু চিন্তা করে রাজি হয়ে যাই।

- নাটকটার নাম কি ছিল?
- নাটকটার নাম ছিল 'কেবা আপন কেবা পর' রচনা করেছিলেন ইনামুল হক, '৮৯ তেই এটা বি.টি.ভি.তে প্রচারিত হয়।

➪ প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেন কবে?

➪ ‘৯২ তে, ঢাকা থিয়েটারের হয়ে। এটা ছিল বিদেশী গল্পের অনুবাদ। নাম ছিল ভূত। পরিচালনায় ছিলেন হুমায়ুন ফরীদি।

➪ প্রথম মঞ্চ নাটকে কোন অঘটন ঘটেনি?

➪ তেমন কিছু হয়নি। একটা ডায়ালগ ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কো- আর্টিস্ট সুর্বণা মোস্তফা আমার ডায়ালগটি বলে দিয়েছিলেন।

➪ কোথায় কাজ করতে বেশি ভাল লাগে? মঞ্চে না টিভিতে?

➪ দুই জায়গাই ভাল লাগে। দুই জায়গার অনুভূতি দুই রকম। দুটোই চমৎকার।

➪ আর মডেলিং কে কিভাবে দেখছেন?

➪ মডেলিং সেভাবে করিনি। শুধুমাত্র লাক্স এর দুইটি বিজ্ঞাপন করেছি।

➪ নাটককে এখন কিভাবে নেন?

➪ নাটকে আমি হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে এসেছি। তারপর যখন আমার দ্বিতীয় নাটক ‘যত দূরে যাই’ বেশ জনপ্রিয় হল, তখন চিন্তা করলাম ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিৎ। ‘যত দূরে যাই’ ছিল একটি খন্ড নাটক। আর পরবর্তীতে যখন ‘ঢাকা থিয়েটার’ এ যোগ দিলাম, তখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আরও সিরিয়াসলি নিলাম।

➪ ক্যামেরার সামনে প্রথম অনুভূতিটা কিরকম ছিল?

➪ একটু নার্ভাস ছিলাম।

➪ নাটকে না আসলে কি করতেন?

➪ আর্কিটেক্ট হতাম।

➪ পরিচালনায় আসার ইচ্ছে আছে কি?

➪ না, এই মুহুর্তে নেই।

➪ আচ্ছা, প্রোডাকশন হাউস এর চিন্তা আসল কিভাবে?

➪ আমার প্রোডাকশন হাউসের নাম ধানসিঁড়ি। '৯৬ থেকেই প্রোডাকশন হাউসের চিন্তা ছিল। চিন্তাটা ছিল আমার এবং আমার মায়ের। এর পর হঠাৎ করেই দিয়ে ফেললাম।

➪ সিনেমার লাইনে যাওয়ার কোন ইচ্ছা আছে কি?

➪ এখন কোন ইচ্ছা নেই। তাছাড়া ভবিষ্যতে করব কি করব না তা নির্ভর করবে সিনেমার স্ক্রিপটের উপর।

➪ এখন আপনার হাতে কি কি কাজ আছে?

➪ 'ধানসিঁড়ি' ও বায়োস্কোপ (রিংগোর) মিলে যৌথ ভাবে ঈদের জন্য একটা টেলিফিল্ম বানাচ্ছি। নাম 'প্রেরণার কাজ'। এছাড়াও সাইদুল আনাম টুটুল পরিচালিত একটি প্যাকেজ সিরিয়াল নাটক 'স্বর্ণযান' - এ কাজ করছি।

➪ প্যাকেজ নাটকের ক্ষেত্রে অনেক দূর্নীতির কথা বলেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

➪ কি রকম দূর্নীতি হচ্ছে, ঠিক জানিনা। সে রকম কখনও ফেস করিনি। তবে কিছু শুনেছি। আজকাল গদবাঁধা নাটক হচ্ছে, যাদের ডাইরেক্টর বা আর্টিস্ট হওয়ার কথা না, প্যাকেজের সুবাদে তারা ডাইরেকশন দিচ্ছে, আর্টিস্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারটা পরির্বতন হওয়া উচিৎ। তযে আমি মনে করি যাদের যোগ্যতার আছে, তারাই এ ক্ষেত্রে টিকে থাকবে, এ ব্যাপারে টিভি চ্যানেলগুলোকে ও একটা পদক্ষেপ নিতে হবে। বিটিভিতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে হয়। তবে আরও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।